জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM -এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
প্রয়োজনে কথা বলুন ঃ 9883518633
Follow US on Subscribe US on www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 38 ❑ 07 Dec., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

৩০ শে মার্চের মধ্যে সিএএ এর রুল ফ্রেম হবে, দাবি বিজেপি সাংসদের, দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসে জানিয়ে গিয়েছিলেন সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হবেই। এবার একই সুরে বিজেপির বনগাঁ লোকসভা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর দাবি করলেন, সিএএ কার্যকর হবেই। ৩০ শে মার্চের মধ্যে সিএএ এর রুল ফ্রেম হবে। একই সঙ্গে তিনি দলের হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

শনিবার শান্তনু ঠাকুর গিয়েছিলেন গাইঘাটার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে তার সহযোগিতায় একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা হয়। সূচনা করেন শান্তনু ঠাকুর নিজেই। এরপর তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে সিএএ প্রসঙ্গে বলেন, ' ইতিমধ্যেই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ৩০ মার্চের মধ্যে সি এ এ এর রুল ফ্রেম তৈরি হয়ে যাবে। তারপরেই তা কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই সীলমোহর দিয়ে গিয়েছেন। সিএএ কার্যকর না হওয়ায় মতুয়াদের বড় অংশ হতাশ। এ বিষয়ে শান্ত নু বাবু বলেন, 'নাগরিকত্ব না পেয়ে মতুয়ারা ৭০ বছর ধরে নিরাশ। তবে আমি মনে করি, মতুয়ারা এখন আনন্দিত। নাগরিকত্ব আইন হয়েছে এবং তা কার্যকর হবে।

এদিন বনগাঁর সাংসদ দলের বিধায়ক অসীম সরকারকে কটাক্ষ করেছেন। সম্প্রতি অসীম বাবু মন্তব্য করেছিলেন, 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কার্ড কখনো নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। ওটা হিন্দুত্বের প্রমাণ হতে পারে। এ বিষয়ে এদিন শান্তনু বাবু বলেন, 'কে কী বলেছেন আমি শুনিনি। তবে উনি যদি এসব বলে থাকেন তাহলে বিষয়বস্তু কিছুই জানেন না। পাশাপাশি তার সংযোজন, বাইরে চেচামেচি করে কোন লাভ হবে না। দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ থাকলে আলোচনা করতে হবে। যদিও এ বিষয়ে অসীম বাবু কোন মন্তব্য করতে চাননি। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে শান্তনু বাবু বলেন, 'হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রোগীদের যেতে হলে অনেক টাকা দিতে হয় শুনেছি। নতুন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় অনেক রোগীরা অল্প পয়সায় যাতায়াত করতে পারবেন। এই হাসপাতালটিকে রুরাল ডেভেলপমেন্ট হাসপাতাল তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠাবো।

পিত্তাশয়ে ২০১১টি পাথর, পা-এর থেকে অস্ত্রোপচার ১ কেজি ওজনের টিউমার
বিরল অস্ত্রোপচার করে নজির আত্মদীপের

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : দীর্ঘদিন ধরে পিত্তাশয়ে পাথর নিয়ে চরম যন্ত্রণায় ভুগছিলেন বনগাঁ পেট্রাপোল এর বাসিন্দা প্রিয়া বিশ্বাস, অস্ত্রোপচারের পর পিত্তাশয় থেকে উদ্ধার হয় ২০১১ টি পাথর।

আবার অন্যদিকে পায়ে এক বৃহৎ আকারের টিউমার নিয়ে নাজেহাল ছিলেন বাগদার বাসিন্দা কল্পনা রায়। দুই জটিল অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন চিকিৎসক আত্মদীপ বিশ্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসক আত্মদীপ বিশ্বাস বনগাঁ শহরের বাসিন্দা হলেও কর্ম সূত্রে থাকেন মধ্যমগ্রামে।

'সার্বভৌম সমাচার'-এর একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, গত দু-মাসে দুজন মহিলা দুই জটিল রোগ নিয়ে চিকিৎসক এর দ্বারস্থ হন। একজন হলেন বছর তিরিশের প্রিয়া বিশ্বাস, গত কয়েক মাস ধরে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় কাবু হয়ে যান তিনি।

তীব্র পেটে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসক এর কাছে আসেন। পরীক্ষা করাতেই জানা যায় পিত্তাশয়ে বাসা বেঁধেছে পাথর। তাঁর পিত্তাশয় থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ২০১১ টি পাথর। অন্যদিকে পঞ্চাশ উর্ধ কল্পনা রায় এর পা'য়ে বাসা বেঁধেছিল প্রায় এক কেজি ওজনের টিউমার। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি হাসপাতালে দেখালেও বেডের অভাবে হচ্ছিল না অস্ত্রোপচার।

অবশেষে চিকিৎসক আত্মদীপ বিশ্বাস এর দ্বারস্থ হয়ে সুস্থ আছেন দুজনেই। চিকিৎসকের এমন জটিল সফল অস্ত্রোপচারে রোগীর পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'নার্সিং হোম এবং চিকিৎসক যেভাবে উদ্যোগী হয়ে অপারেশনের বন্দোবস্ত করেছে তাতে আমরা খুশি।'

সমবায়ে বামের জয়ে আশায় কর্মীরা

প্রতিনিধি ঃ গাইঘাটার ডুমা এস এল প্রাইমারি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের নির্বাচনে বিপুল জয় পেল বাম গণতান্ত্রিক শক্তি। সমবায়ের ভোটে ৫১ টি আসন বিশিষ্ট ওই সমবায়ের ভোটে বামেরা পেয়েছে চল্লিশটি আসন, তৃণমূল পেয়েছে ১১ টি। রবিবার সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হয়, গণনা হয় রাতে। গাইঘাটা ব্লকের অন্যতম বড় সমবায় সমিতি এটি। ভোটারের সংখ্যা ২৬৩০ জন।

সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২৮শে এপ্রিল ২০২২ সালে সমবায় সমিতির পরিচালন বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও নির্বাচন হয়নি। সিপিএমের গাইঘাটা পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল পেছনদিক থেকে মদত দিয়ে সমবায় সমিতিতে মনোনীত বোর্ড বসানোর চেষ্টা করেছিল। সরকারি ব্যবস্থাকে অপব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই হাইকোর্টের নির্দেশেই ভোট হয়েছিল। স্বপন বাবু মনে করছেন, লোকসভা ভোটের আগে এই ফলাফল কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বাড়তি সাহায্য করবে।

যদিও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস বলেন, 'ওই সমবায় সমিতিতে আগেও বামেরা ক্ষমতায় ছিল। একই পরিবারের তিন থেকে আট জন সদস্যকে ভোটার করে রেখেছে। আমরা চাই ভোটার তালিকা সংশোধন করা হোক। তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

অকাল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতি ফসলের, মাথায় হাত কৃষকের

সংবাদদাতা ঃ নিম্নচাপের অকাল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মাঠের বিভিন্ন ফসলের। যার ফলে মাথায় হাত উঠেছে চাষিদের। গত বুধবার সন্ধ্যে থেকে বৃহস্পতিবারের সারাদিনের টানা বৃষ্টিতে মাঠে জল জমেছে যথেষ্ট, অসময়ের এই জলে সরিষা ও আলু চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যারা আমন ধান কেটে ঘরে তুলতে পারেনি সেই সমস্ত চাষিরাও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। শীতকালীন সবজি চাষিরাও সঙ্কটে পড়েছেন। শীতের ফসল ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন ফসল নষ্ট হওয়ায় চাষিরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এই অসময়ের একটানা বর্ষণে সবজি নষ্ট হওয়ায় বাজারে সবজির দাম বৃদ্ধি পাবে বলে ধারনা আমজনতার। নিম্নচাপের এই একটানা বর্ষণের সংবাদ কৃষকদের জানিয়ে সতর্ক করা হয়নি বলে কৃষিজীবী মানুষজনের অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষজন তাই সরকারের নিকট থেকে ক্ষতিপূরনের দাবি করছেন।

৬ মাসেই বেহাল সড়ক ক্ষুব্ধ এলেকাবাসী

নীরেশ ভৌমিক ঃ বহু আবেদন নিবেদন ও দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্মিত হয়েছিল গাইঘাটার ছেকাটি গ্রামের পাকা রাস্তাটি। স্থানীয় ডুমা অঞ্চলের পঞ্চায়েত কার্যালয়ের

সামনে থেকে ছেকাটি গ্রামের মধ্য দিয়ে পাশ্ববর্তী ধানকুনি গ্রামের চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশন থেকে ধানকুনি, দীঘা, সিংজোল, রামচন্দ্রপুর হয়ে পাঁচপোঁতাগামী এই পথ ধরেই সহজে চাঁদপাড়া রেল স্টেশনে যাতায়াত করতে পারেন। তাই গ্রামের ভিতরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলেকাবাসী। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে পাকা হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তাটি মানুজনের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আপনা থেকেই রাস্তার কুচো পাথর উঠে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কয়েক জায়গায় পুকুর ধারের রাস্তা বসে গিয়ে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটনার সম্ভবনা রয়েছে। খালি পায়ে রাস্তায় চলাচল কষ্টদায়ক। অভিযোগ, প্রয়োজন মতো পিচ না দিয়েই রাস্তা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রশাসন, ইঞ্জিনিয়ার সকলের চোখে ধুলো দিয়েই কি ঠিকাদার ফাঁকি দিয়ে এভাবে রাস্তা তৈরি করে গেলেন? প্রশাসন কি নীরব দর্শক গ্রামবাসীদের দাবি? অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা হোক।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৩৮ ❐ ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

বিসর্জিত নীতিবোধ

মানুষ যাবে কোথায়! কাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাস তো কখনো কাউকে করতেই হবে, নইলে বেঁচে থাকার মানে কী! সমাজ বদলায়। বদলায় মানুষ। পরিবর্তন হয় সমাজ-মানসিকতার। আজ একদিকে কিছু মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য বিলাস, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের জ্বালা। একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র, অন্যদিকে দূর বিস্তৃত জমাট অন্ধকার। আজও মানুষের প্রতিকার হীন বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজ ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাসে, জাত-পাতের বজ্জাতি, যুদ্ধের মহড়া, অশুভ বুদ্ধিরই আজ আধিক্য। এইরকম ডামাডোলে সমাজের কোণায় কোণায় ছেয়ে গেছে দুর্নীতি।

দুর্নীতির সমাজ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর বলব নাই বা কেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রাণীতে দুর্নীতি, কয়লায় দুর্নীতি, রেশনের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুর্নীতি, আর কত বলব! এরপর ভেজাল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বললে তো সামান্য এইটুকু অংশে ফুরোবে না। এরকম অন্ধকার সময় সমাজে আগে ছিল না। কম্বলের লোম বাছলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মহলকে যদি ধরা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলব মানুষ আজ জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, এখনও বিশ্বাস করে হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে প্রেমের দেবতার অভিষেক হবে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে হারালে তার যে আর কিছুই থাকেনা। তাই এখন মানুষকে প্রকৃত সৎ হতে হবে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে। আপামর মানুষ তাকিয়ে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের দিকে, তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্লোভ ও সৎ মানসিকতায় কেউ না ফিরছেন, ততদিন দুর্নীতি সমাজ থেকে মুছবে না। মনে রাখা উচিত, দেশবাসী নির্বাচিত করে আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাই মানুষের প্রতি একটু দয়াশীল হোন, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

হারিয়ে যাচ্ছে কবিগান ও তার জমজমাট আসর

নির্মল বিশ্বাস

এখন আর কবিগানের আসর বসে না। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামবাংলায় পুজোর দিনগুলোতে চণ্ডীমন্ডপ ও মাঠে ময়দানে জমাটি কবিগানের আসর বসত। এখন তো আর দেখা যায় না। আর কী কখনও ফিরে আসবে সে সব দিন!

আসলে কবিগান বাংলা লোক সংগীতের একটি বিশেষ ধারা। এই ধারায় লোককবিরা প্রতিযোগিতামূলক গানের আসরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গানে দুটি দলের মধ্যে এ গানের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বিশেষ করে গায়ক বা গায়িকাদের মনেপ্রাণে কবি হতে হয়। তাঁকে মুখে মুখে গানের পদ রচনা করেই তাঁকে তাৎক্ষণিক ভাবে সুরারোপ করে গান পরিবেশন করতে হয়। কবি গান যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁদেরকে কবিয়াল বলা হয়।

এই ধারায় লোককবিরা প্রতিযোগিতামূলক আসরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাংলা গানে কবিগণের গুরুত্ব অষ্টাদশ শতকে নবাবী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময়ে কবিগানের উদ্ভব ঘটে। পুরানো কলকাতায় ধনী সম্প্রদায়েরা ছিলেন এই গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এক্ষেত্রে মহারাজ নন্দকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিয়ালদের পুরনো ভাবধারা তাঁরা পরিবর্তন করে এনেছেন যুক্তি, মানবতাবাদ এবং বিভিন্ন সামাজিক বোধকে।

কবিয়ালরা কবিগানের আসরে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে গান রচনা করতেন। বিপক্ষের সাথে ছন্দ এবং সুর বজায় রেখে চালিয়ে যেতেন কবির লড়াই। আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা এবং নিজের তথা নিজের দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এই গানের মূল উদ্দেশ্য। আর তা করতে গিয়ে প্রায়শই ভাষার ব্যবহারে সংযম হারাতেন কবিয়ালরা। বেশিরভাগ কবিয়ালদের প্রথাগত শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ না থাকলেও উপস্থিত বুদ্ধি, পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞান আর সংগীতে অসাধারণ দখল ছিল। ঢোল আর কাঁসি হল কবিগানের প্রধান বাজনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন হারু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১), রাম বসু (কবিয়াল) (১৭৮৬-১৮২৮), ভোলা ময়রা, যজ্ঞেশ্বর দাস, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ও ভবানী বণিক। প্রচীনতম কবি হলেন গোঁজলা গুঁই। তিনি কবি ভরতচন্দ্রের সমসাময়িক। তাঁর শিষ্য হলেন রঘুনাথ দাস। শোনা যায়, রঘুনাথ দাস দাঁড়া কবির প্রবর্তক। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রাসু, নৃসিংহ ও হারু ঠাকুর কবিয়াল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। এই হারু ঠাকুরের শিষ্য হলেন ভোলা ময়রা। তিনি মুখে মুখে দ্রুত কবিতা বানাতে পারতেন। সমাজের ত্রুটির কথা নির্দেশ করে তাঁর কবিতাগুলি ছিল শ্লেষপূর্ণ। উপস্থিত বুদ্ধি, চটুল ও আক্রমাত্মক বাচনভঙ্গি, লঘু-গুরু বিষয়বস্তু এবং সস্তারস-রুচি দ্বারা তিনি শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

ঊনবিংশ শতকে জনপ্রিয় কবিয়াল ভোলা ময়রা। গায়ক হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গান শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন। ভোলা ময়রার আসল নাম ভোলানাথ মোদক। তবে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃপানাথ মোদক। কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে মিষ্টির দোকান ছিল। সামান্য লেখাপড়া শিখলেও তাঁর সংস্কৃত, ফরাসি ও হিন্দিতে প্রচুর জ্ঞান ছিল। এছাড়া পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র সামান্য পড়েছেন। কবি গানের দল গঠন করে তিনি প্রচুর গান ও কবিতা রচনা করেছেন।

একাধিক সংখ্যক বাংলার কবিয়াল জনপ্রিয় ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

চলবে...

গোবরডাঙা কলেজে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির পুতুল নাটকের কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি ও গোবরডাঙা হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পুতুল নাচ ও পুতুল নাটকের উপর সেমিনার ও এক দিনের এক কর্মশলা অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ ডিসেম্বর কলেজ অডিটেরিয়ামে। উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল। শিল্পাঞ্জলির সম্পাদক মলয় বিশ্বাস অধ্যক্ষ ড. মণ্ডল সহ উপস্থিত কলেজ পড়ুয়া ও সাংবাদিকগণকে স্বাগত জানান। অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণবাবু সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির সাথে যৌথ উদ্যোগে পুতুল নাচ ও নাটকের উপর আয়োজিত কর্মশালার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক পারমিতা দত্ত ও ড. পারিজাত কেশর সাহা।

শুরুতেই শিল্পাঞ্জলির অন্যতম সদস্যা পুতুল নাট বিশেষজ্ঞ সোমা মজুমদার পুতুল নাচ ও নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে বলেন ভারতবর্ষে হরপ্পা ও মহোঞ্জোদাড়ো সভাতায় পুতুলের ব্যবহার ছিল। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পুতুলের ভূমিকা যথেষ্ট সকলেই পুতুল ভালোবাসেন। শিশু শিক্ষায় পুতুলের গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট, শিল্পঞ্জলির অন্যতম কর্নধার শঙ্খব্রত বিশ্বাস সোমা দেবী উপস্থিত শিক্ষার্থীদের হাতে কলমের পুতুল তৈরি ও ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষন দেন। এদিনের পুতুল নাচ ও নাটক বিষয়ক আলোচনা ও কর্মশালায় কলেজের স্নাতক স্তর, বি এড বিভাগের মোট ৫৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। সম্পাদক মলয় বিশ্বাস জানান, সকল প্রশিক্ষনার্থীকে কলেজের পক্ষ থেকে শংসা পত্র প্রদান করা হবে। শিল্পাঞ্জলি আয়োজিত পুতুল নাচের উপর কর্মশালায় উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীগণের মধ্যে এদিন যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গাইঘাটার শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী সিপিএম

নীরেশ ভৌমিকঃ গাইঘাটার শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক সমিতি গঠনের নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল সম্প্রতি, ৬ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন ছিল ৫ ডিসেম্বর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সি পি এম ও বিজেপি দলের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র তোলা হলেও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে কেহই মনোনয়নপত্র তোলেন নি। বিজেপির পক্ষে ৬ জন মনোনয়নপত্র তুললেও কেহই তা জমা না দিয়ে নির্বচন থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে সি পি এম দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়া ছয়জন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। সমিতির পূর্বতন সম্পাদক অরিন্দম রায়ের সুচারু পরিচালনায় সমিতির সার্বিক উন্নয়নের উপরই সদস্যরা সকলে আস্থা রেখেছেন বলে সমিতির অধিকাংশ সদস্যের অভিমত। উল্লেখ্য গত ৩ ডিসেম্বর ব্লকের ডুমা সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৫১ টি আসনের মধ্যে সি পি এম প্রার্থীরা ৪০ টি আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতা ধরে রাখে। ডুমা সমবায়ে ধাক্কা খেয়ে শিমুলিয়াপাড়া সমবায়ে আর দাঁড়াবার সাহস পায়নি শাসকদল তৃণমূল অভিমত রাজনীতি ভিজ্ঞ মহলের।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

নারীবাদের উৎস সন্ধান

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

ভাবি মা নিজেকে মাটি ও ঘাসের চাপড়া সহ, কান্ড ও শিকড় সহ একজন বলে অনুভব করে। যখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে, তার ঘুম আলোড়ন- বিক্ষুব্ধ বিশ্ব গুলির জন্ম লগ্নের ধ্যানস্থ বিশৃঙ্খলার ঘুমের মতো। নিজেদের সত্ত্বা সম্পর্কে আরো বিস্তৃত হয়ে থাকা কিছু নারী তাদের, অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সজীব সম্পদটা নিয়ে সর্বোপরি খুশি থাকে। সে ছিল স্যাভাজ (cecile Sauvage)— এর কবিতা গুলিতে এই খুশী মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধরার বাঁধনে বাঁধা উষসী যেমন তুমিও তেমনি আমার তোমাকে জড়িয়ে আমার জীবন যেন উষ্ণ পশম গোপনে কোথাও বেড়ে ওঠে কোমল অঙ্গ তোমার। এবং আরো: কুঁড়ির শিশু হৃদয় মিশে থাকে পুষ্পে আমার।
আমারই অংশে রচনা করেছি হৃদয় তোমার
এবং তার স্বামীকে লেখা চিঠিতে:

কিছু মহিলা আছে যারা বলেন যে, শিশু জন্ম তাদের একটা সৃজনী শক্তির অনুভূতি দেয়। বাস্তবিকই তারা স্বতঃ পবিত্র ও সৃষ্টিশীল কাজ সম্পাদনা করছে--যন্ত্রণা ভোগী ও উৎপীড়ন যন্ত্র যেন । সদ্যজাত শিশুর সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক গুলি একই রকম ভাবে বিভিন্ন হয়। কিছু নারী শূন্যতা থেকে কষ্ট পায়, যা তারা তাদের দেহকে অনুভব করে। তাদের কাছে মনে হয় যেন তাদের সম্পদ চুরি গেছে। সেসিল স্যাভাজ তাঁর কবিতায় এই অনুভূতিটা প্রকাশ করেছেন।

যদিও বিশ্বজুড়ে নারীকর্মী এবং চিন্তাবিদদের কাছ থেকে বৈচিত্র্যময় ইকোফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ইকোফেমিনিজিমের একাডেমিক অধ্যায়ন গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯৯৩ সালে " ইকো ফেমিনিজিম টুওয়ার্ড গ্লোবাল জাস্টিস অ্যান্ড প্লানেটারি হেলথ" শিরোনামের প্রবন্ধে ইকোফেমিনিস্ট সমালোচনার তাত্ত্বিক দিকগুলি রূপরেখা দিয়েছেন যাকে তারা " ইকোফেমিনিস্ট ফ্রেমওয়ার্ক" বলে।

ইকোফেমিনিস্ট সব প্রান্তিক গোষ্ঠীর (নারী ,বর্ণের মানুষ, শিশু, দরিদ্র)) নিপীড়ন এবং আধিপত্যকে প্রাকৃতিক নিপীড়ন ও আধিপত্যের সাথে সম্পর্কিত করে। বইটিতে লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে, পশ্চিমা পিতৃ-তান্ত্রিক থেকে নিপীড়ন ,আধিপত্য, শোষণ এবং উপনিবেশ। সমাজ সরাসরি অপরিবর্তনীয় পরিবেশগত ক্ষতি করেছে। Francoise d' Eaubonne ছিলেন একজন কর্মী এবং সংগঠক, তাঁর লেখা শুধুমাত্র নারী ও পরিবেশের প্রতি অবিচার নয়, সমস্ত সামাজিক অবিচার দূর করতে উৎসাহিত করছিল। ইকোফেমিনিজ তত্ত্ব দাবি করে যে, পুঁজিবাদ শুধুমাত্র পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। এই ধারণাটি বোঝায় যে, পুঁজিবাদের প্রভাব নারীদের উপকার করেনি। প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে ক্ষতিকার বিভাজনের দিকে নিয়ে গেছে।

২০ দশকের শেষের দিকে, নারীরা বন্যপ্রাণী, খাদ্য , বায়ু এবং জল রক্ষায় প্রচেষ্টার কাজ করেছিল। পরিবেশের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক বোঝাপড়া আধুনিক সংরক্ষণ আন্দোলনের সূচনা করে এবং কী ভাবে যত্নের কাঠামোর মাধ্যমে সমস্যা গুলি দেখা যায় তা চিত্রিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীরা পরিবেশগত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, বিশেষ করে সংরক্ষণ। ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যে ১৯৭৩ সালে, মহিলারা বন উজাড় থেকে বন রক্ষার জন্য চিপকো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। গাছ দখল করার জন্য অহিংস প্রতিবাদ কৌশল ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেনিয়াতে ১৯৭৭ সালে পরিবেশ ও রাজনৈতিক কর্মী অধ্যাপক ওয়াঙ্গারী মাথাই দ্বারা গ্রিন বেল্ট আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এটি মহিলাদের নেতৃত্বে একটি গ্রামীণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এটি এলাকার মরুকরণ প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্যই মাথাই ডিজাইন করেছে।

... সমাপ্ত

বিরোধী দলনেতারকে হেনস্তার অভিযোগ প্রধানের স্বামী সহ বহিরাগতদের বিরুদ্ধে, রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে বিরোধী দলনেতাকে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ উঠল বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা ব্লকের সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার সকালে হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়কের সিন্দ্রানী বাজারে অবরোধ করা হয়। প্রায় আধাঘন্টা অবরোধ চলে। পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বললে অবরোধ উঠে যায়।

অবরোধকারীরা জানিয়েছেন, সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা প্রদ্যুৎ মন্ডল গতকাল প্রধানের কাছে টেন্ডার ওপেন হচ্ছে না কেন জানতে চাইলে তাকে প্রধানের স্বামী তাপস মন্ডল ও তৃণমূল কর্মী কানাই মন্ডল হেনস্থা করে। প্রদ্যুৎ মন্ডল বলেন, 'টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতি করছে প্রধান। আমি তার প্রতিবাদ করে বিষয় জানতে চাইলে প্রধানের স্বামী তাপস মন্ডল ও আরও একটি তৃণমূল নেতা কানাই মন্ডল পঞ্চায়েতে এসে আমাকে হেনস্থা করে। বিডিওকে সমস্ত ঘটনা ফোন করে জানিয়েছি।' অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শম্পা মন্ডল বলেন, ওরা এসে যারা টেন্ডার মেরে ছিল তাদের সেই টেন্ডার দেখতে চায়। তাকে আমি বলি সেক্রেটারি আসলে টেন্ডার দেখাবো। হেনস্তা করার কোন ঘটনা ঘটেনি। প্রধানের স্বামী তাপস মন্ডল বলেন, এক কন্ট্রাক্টর টেন্ডার দেখতে এসেছিল। বিরোধী দলনেতা প্রদ্যুৎ তার হয়ে সুপারিশ করছিল। তখন প্রদ্যুৎকে পরে আসতে বলেছিল স্ত্রী। প্রদ্যুৎবাবুই আমাকে ফোন করে ডেকে এনেছিল। এখন মিথ্যা অভিযোগ করছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

গাইঘাটা ব্লকে কন্যাশ্রী দিবস উৎযাপন

কন্যাশ্রী দিবসে সুন্দর গাইঘাটা ব্লক গড়ে তোলার আহ্বান সভাপতি ইলা বাকচির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কন্যাশ্রী দিবস পালিত হল গাইঘাটা ব্লকে। এদিন মধ্যাহ্নে ব্লকের কৃষ্টি মুক্ত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি ও বিডিও নীলাদ্রি সরকার। ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, বাপী দাস, অঞ্জনা বৈদ্য, জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, বাপ্পাদিত্য কর, সমবায় পরিদর্শক আশিস পাল, আই,ডি ও দেবাশিষ দাস ও ব্লকের দুই বিদ্যালয় পরিদর্শক মনোজ মণ্ডল ও বিদিশা দাস প্রমুখ। উদ্যোক্তারা উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গাইঘাটা বেণী মাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমিশ্রী সরকার।

স্বাগত ভাষণে ব্লকের নবাগত বিডিও নালাদ্রি সরকার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই জনমুখী প্রকল্প বাল্য বিবাহ রোধ এবং সেই সঙ্গে পিছিয়ে পড়া সমাজের মেয়েদের পড়া লেখাকে অটুট রাখতে সহায়তা করে। সভাপতি ইলা বাকচি কন্যাশ্রী প্রকল্পে সাফল্যের মাধ্যমে সুন্দর গাইঘাটা গড়ে উঠবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ে বক্তব্য পেশ করেন, সহ সভাপতি গোবিন্দ দাসও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্পের সার্থকতা কামনা করেন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করেন ব্লকের সমাজকল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ। এই প্রকল্পে গাইঘাটা ব্লক জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে বলে শ্রী ঘোষ আরোও জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, বিদ্যালয় পরিদর্শক মনোজ মণ্ডল প্রমুখ আধিকারিকগণ। কার্তিক বাবু কন্যাশ্রী ক্লাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। এদিন মঞ্চ থেকে ব্লকের সেরা ৫ টি বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই সঙ্গে পোষ্টার ও স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতায় সফল কন্যাশ্রী ছাত্রীদের পুরস্কার এবং ভালো কাজের জন্য ব্লকের ১০ টি স্কুলকে এদিন শংসাপত্র প্রদান করা হয়। বিডিও নীলাদ্রি বাবু চৌগাছা মডেল একাডেমীর কন্যাশ্রী প্রীতি সরকারের হাতে সেরা কন্যাশ্রী ক্লাবের পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিন ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিক সৌমেন্দ্র নাথ মণ্ডল মঞ্চ থেকে সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ১৮ বৎসর পূর্ণ হলেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার এবং নির্বাচন দফ্তর আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করার আহ্বান জানান। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কন্যাশ্রী পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

৪২ টি আসনেই প্রার্থী দেবে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা

প্রতিনিধি ঃ সাংসদ শান্তনু ঠাকুর সহ অনেক সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি আছেন যারা মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। মতুয়াদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের নাগরিকত্ব না থাকে, তাহলে শান্ত নু ঠাকুর ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের পদ বাতিল করার দাবি তুললেন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। রবিবার গাইঘাটার ঠাকুরনগরে সংগঠনের বৈঠক আয়োজিত হয়। সেখানে ২৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন, 'আগামী লোকসভা ভোটে রাজ্যের ৪২ টি আসনেই আমরা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি অন্যায় ভাবে এনআরসি প্রয়োগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছি আমরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ' ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট ততদিন পর্যন্ত স্থগিত করে রাখা হোক যতদিন না কেন্দ্র সরকার এনআরসি নিয়ে স্পষ্ট রুল বুক আনছেন। কারা নাগরিক নয়, তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন। পাশাপাশি বেআইনিভাবে ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড ইত্যাদি, যারা বানিয়েছে তাদের রাষ্ট্রদোহিতার অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থারও দাবি তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'পর্দার পেছনে রয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলই এদের নিয়ন্ত্রণ করছে। মতুয়ারা সকলেই বিজেপির সঙ্গে আছেন। কারণ তারা জানেন, একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই তাদের নাগরিকত্ব দিতে পারে। এ বিষয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন, 'মতুয়াদের জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা যা করছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

৩ রাজ্যের জয়ে গাইঘাটায় বিজেপি'র বিজয় মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দেশের রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) প্রার্থিগণ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। দলের এই বিরাট জয় সারা দেশের বি জে পি'র নেতা কর্মীগণ যার পরনাই পরনাই খুশি। ওই ৩ টি রাজ্যের দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকগণের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন এই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রকান্ত দাসের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকগণ ব্লকের প্রাণকেন্দ্র চাঁদপাড়া বাজারে সমবেত হয়ে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহন করেন। মিছিলে অংশ নেন বর্ষিয়ান দলেনেতা অমর সাহা, সুদেব সিকদার ও প্রানকৃষ্ণ ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কয়েকশো বিজেপি নেতা কর্মী ও সমর্থকের এক দীপ্ত মিছিল জাতীয় সড়ক যশোর রোড় হয়ে চাঁদপাড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দলীয় প্রতীক পদ্ম সহ

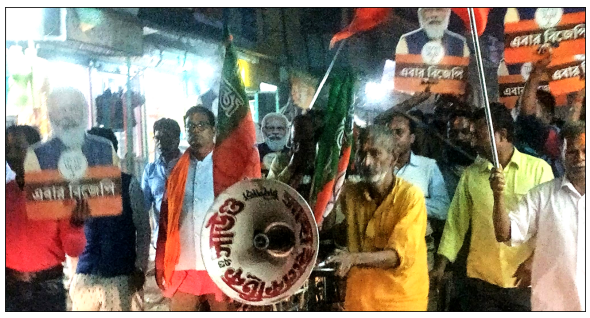

দলনেতা তথা মোদীজির কাটআউট নিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকগণ মিছিলে অংশগ্রহন করেন এবং সকলে দল ও প্রধান মন্ত্রী মোদীজির নামে জয়ধ্বনিতে গলা মেলান। সেই সঙ্গে এই রাজ্যের সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি এবং বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করে স্লোগান দেন। সমস্বরে স্লোগান ওঠে, চোর ধরো জেল ভরো। মিছিল শেষে নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন।

ছেকটিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সংবাদদাতাঃ মায়ের প্রয়াণ দিবসে জন্মদাত্রী মায়ের স্মরণ এবং সেই সঙ্গে আরাধ্য পুরুষ অনুকুল ঠাকুরের আরাধনার আয়োজন করেছিলেন গাইঘাটার ডুমা অঞ্চলের ছেকটি গ্রামের বাসিন্দা ধর্মপ্রান নিমাই সাধুখাঁ। নিমাই বাবুর আহ্বানে গুরু ভাই বোন সহ বহু ভক্তজন তাঁর বাড়িতে আসেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ছিলেন স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছন্দা সরকার। সকলকে শুভেচ্ছা জানান ধর্মপ্রান নিমাই বাবু।

বাগদায় গ্রেফতার ৫ বাংলাদেশী

প্রতিনিধি ঃ চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়ে বারবারই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে বিরোধী দলগুলি। ধর্মতলায় অমিত শাহের মুখেও শোনা গিয়েছিল এইকি অভিযোগ। অনুপ্রবেশ নিয়ে পাল্টা একশ্রেণীর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তারই মধ্য বাগদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে ভারতে এসে পুলিশের হাতে আটক হল ৫ বাংলাদেশি। বৃহস্পতিবার রাতে বাগদার বানেশ্বরপুর বাজার থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিদের নাম হাসিনা বেগম, নাজমুল হাওলাদার, মোহাম্মদ কামাল, পিয়ারা বেগম ও মোহাম্মদ রনি খান। পুলিশ আরো জানিয়েছে, ধৃতরা সীমান্ত পার হয়ে এদেশে ঢুকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। সন্দেহ হলে তাদের আটক করে জেরা করতেই জানা যায় তারা সকলেই বাংলাদেশী। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। শুক্রবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির পড়ুয়ারা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দক্ষিণ ভারতের বিশাখাপত্তনমে সম্প্রতি শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে এলেন চাঁদপাড়ার বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপক দাস জানান, শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীগণ ভ্রমণে অংশগ্রহন করেন। একাদশ শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীরাই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিশাখাপত্তনমে (ভাইজাগ) শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নিয়েছিল।

শারীরিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম ও ভ্রমনে অংশ নেন। সমুদ্র, পাহাড় ও বন, কফি বাগান সমুদ্রতীরে সাবমেরিন দর্শন সহ আরাকুভ্যালি যাতায়াতে শিক্ষার্থীদের অপার আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে ভূগোল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এই ভ্রমণ শিক্ষনীয় ও বেশ অকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগনের সজাগ নজরদারিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এবারের শিক্ষা মূলক ভ্রমণ সার্থকতা লাভ করে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

আশায় কর্মীরা

প্রথমপাতার পর...

এক পরিবার একটি ভোট ব্যবস্থা চালু করা হোক। এই ফলাফলে আমরা আশাবাদীর লোকসভা ভোটে কোন প্রভাব পড়বে না।

সিপিএম নেতা দেব প্রসন্ন মজুমদার জানান, ১৯৬৪ সালে এই সমবায় সুষ্ঠভবে সমিতি পরিচালিত হওয়ায় বিরোধীরা পরাজয়েক ভয়ে কখনো প্রার্থী দেয় নি। অনেক আঁট- ঘাঁট রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এবারে প্রার্থী দিলেও মানুষ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তৃণমূলের পরজয় ও ফের সমিতির ক্ষমতা বামেদের দখলে থাকায় যাররক নাই খুশি এলেকাবাসী সহ বিজেপির নেতা কর্মীগণ।

জমি বিক্রয়
বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।
মো ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

গাড়ি চালানো শিখুন
বনগাঁ ও মধ্যমগ্রাম
সম্পূর্ণ প্রাইভেটে
আসন সংখ্যা সীমিত

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সহায়তা
নতুন ব্যাচে ভর্তি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে
NAMASTE INDIA
M-9635409258/8697430143
Helpline -9932065503 www.nicadsc.com
জীবন বীমা করুন জীবন সুরক্ষিত রাখুন

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

অনুষ্ঠিত হল নাবার্ড হস্তশিল্প মেলা

প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গের নাবার্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালনায় কলকাতার নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল হস্তশিল্প মেলা। এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ১৩০ জন আর্টিশিয়ান তাদের সামগ্রী নিয়ে মেলাতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জি.আই. ট্যাগ যুক্ত পণ্যের পৃথক একটি গ্যালারিও করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০২৩ এই মেলার শুভ সূচনা করেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের আঞ্চলিক ডিরেক্টর শ্রী আর.কেশবন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উষা রমেশ সি.জি.এম. নাবার্ড (ডাক্লু.বি.আর.ও.), শ্রী অরূপ কুমার সি.জি.ও., এস.আই.ডি.বি.আই., দীপমালা ঘোষ

জেনারেল ম্যানেজার, নাবার্ড- পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য আধিকারিকগন।

নাবার্ড সর্বদা গ্রামীন অর্থনীতির উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার জন্য নাবার্ড সম্পূর্ণ বিনা খরচে নানা মেলা ও রুরাল মার্ট গুলোতে পাঠায়। নাবার্ডের আঞ্চলিক ম্যানেজার দীপমালা ঘোষ বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রি করতে বা বাজার পেতে কষ্ট করতে হয়। তাই নাবার্ড থেকে বিভিন্ন মেলায় তাদের পাঠানো হয়।

নাবার্ড হস্ত শিল্প মেলায় প্রতিদিন বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সমগ্র মেলাটির তত্ত্বাবধানে ছিল গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি। এই মেলায় আসা সকল আর্টিশিয়ানদের মধ্যে খুবই উৎসাহী দেখা যায়। মেলার শেষ দিনে আর্টিশিয়ানদের হাতে নাবার্ডের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া অর্থ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীগণ। দলনেত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বকেয়া প্রদান সহ বিভিন্ন জনবিরোধী নাতির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে। গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দীপক দাসের আহ্বানে অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দলের কর্মী সমর্থকগণ প্রতিবাদ সভা করে চলেছেন। গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়া গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গ্রামের প্রতিটি বুথে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। দলনেতা উত্তম লোধের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকগন গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় প্রতিবাদ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের বকেয়া প্রাপ্য অর্থ অতিসত্বর প্রদানের দাবি জানানো হয়। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তুমি আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা দাও নইলে তুমি গদিছাড়ো, দুদিনের মিছিলে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের

মধ্যে ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য সুষমা মজুমদার, ইতা লোধ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কাজল ঘোষ, বুথ সভাপতি জয়দেব বর্ধন, সজল ঘোষ, তপন দে দেবপ্রসাদ বালা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয় মিছিলে অংশগ্রহনকারী সকলকে স্বাগত জানাতে আসেন দলের অঞ্চল সভাপতি তথা চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কার্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা শিক্ষক মধুসূদন সিংহ জানান, তাঁদের গ্রাম মণ্ডলপাড়ার প্রতিটি বুথে বকেয়া অর্থ সত্বর প্রদানের দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে জন বিরোধী ও বাংলা বিরোধী নীতির প্রতিবাদে গ্রামের প্রতিটি বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছেন।

ফের বে-আইনি অনুপ্রবেশ, চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে আটক ১১

প্রতিনিধি ঃ অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। তারমধ্যেই সীমান্ত এলাকা দিয়ে একাধিক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। পুলিশ-বিএসএফ এর তৎপরতায় একাধিক বাংলাদেশী আটক হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। চোরাপথে পেট্রাপোল থানা এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বিএসএফ এর হাতে আটক হল ১১ জন। তার মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশী ২ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা জোহারা খাতুন, পবিত্র দাস, আবু তাহের, শাকিল হোসেন সহ আরো ৪ জন। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট সহ একাধিক জায়গায়। শুক্রবার দুই ভারতীয় নাগরিকসহ তারা চোরা পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে লক্ষ্মী পার্কিং এলাকায় অপেক্ষা করছিল। সন্দেহজনকভাবে বিএসএফ তাদের আটক করে। জেরা করে তাদের বাংলাদেশী পরিচয় জানতে পেরে পেট্রাপোল থানার হাতে তুলে দেয়। জেরায় ধৃতরা জানায়, তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। শনিবার ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন
HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626
টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**